“স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ নগদ নগদ বিক্রি না হলে সুদ হবে, গমের বিনিময়ে গম নগদ নগদ এবং হাতে হাতে বিক্রি না হলে সুদ হবে, যবের বিনিময়ে যব নগদ নগদ না হলে সুদ হবে এবং খেজুরের বিনিময়ে খেজুর নগদ বিক্রি না হলে তাও সুদে পরিণত হবে”।

মালিক ইবনু আওস ইবনু হাদাসান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এ কথা বলতে বলতে আগালাম যে, দিরহাম বিনিময় করতে পারে এমন কে আছে? তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এর নিকটেই ছিলেন- তিনি বললেন, তোমার স্বর্ণ আমাদেরকে দেখাও
এবং তুমি পরে এসো। আমাদের গোলাম যখন আসবে তখন তোমার রৌপ্য দিয়ে দিব। তখন উমর
ইবনুল খাত্তাব বললেনঃ কখনো নয়; আল্লাহর শপথ! হয় তুমি তার দিরহাম এখনই প্রদান করো, অন্যথায় তার স্বর্ণ তাকে ফিরিয়ে দাও। কারণ, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ নগদ নগদ বিক্রি না হলে সুদ হবে, গমের বিনিময়ে গম নগদ নগদ এবং হাতে হাতে বিক্রি না হলে সুদ হবে, যবের বিনিময়ে যব নগদ নগদ না
হলে সুদ হবে এবং খেজুরের বিনিময়ে খেজুর নগদ বিক্রি না হলে তাও সুদে পরিণত হবে”।
[সহীহ] [সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

তাবেয়ী মালিক ইবনু আনাস সংবাদ দিচ্ছেন যে, তার নিকট কিছু সোনার দিনার ছিল এবং তিনি সেগুলো রোপার দিরহাম দিয়ে ভাঙ্গতি করতে চাইলেন। তখন তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, দেখার জন্য আপনার দিনারগুলো আমাদেরকে দিন! তারপর কেনার দৃঢ় ইচ্ছা করার পর বললেন: আমাদের খাদিম আসার পর আসনু আমরা আপনাকে রূপার দিরহাম দিয়ে দিব। উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই প্রকার লেনদেন নিষেধ করলেন এবং তালহার ওপর কসম দিয়ে এখনই তাকে রূপা পরিশোধ অথবা তার সোনা তাকে ফেরত দিতে বললেন। এর কারণ বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সোনার বিনিময়ে রূপা অথবা তার বিপরীত বিক্রি করলে সাথে সাথে গ্রহণ করা ওয়াজিব, অন্যথায় সেই চুক্তি হারাম সুদ ও বাতিল বেচাকেনা হবে। কাজেই নগদ ও হাতে হাতে গ্রহণ করা ছাড়া রূপার বিনিময়ে সোনা এবং সোনার বিনিময়ে রূপা বিক্রি করা যাবে না। অনুুরূপভাবে ওজনে ওজন, পরিমাপে পরিমাপ সমান সমান ও হাতে হাতে গ্রহণ করা ছাড়া গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি করা যাবে না। এসবের কোনো পণ্য একটি নগদ আরেকটি বাকি এবং একই মজলিস গ্রহণ করা ছাড়া বিক্রি করা যাবে না।

http://www.sunnah.global/hadeeth/bn/show/5889